শিবের স্ত্রী দুর্গার আত্মকথন

আশীষ বাবলু

এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসারের ধকল আমাকে একাই সামলাতে হয়। রান্নাবান্নাতো রয়েছেই সাথে নেশাগ্রস্থ স্বামীর পরিচর্যা আর ছেলেমেয়েদের বায়নাক্কা। তবুও মন্দের ভালো বছরে একবার বাপের বাড়ী বেড়াতে যাওয়া। কয়েকটা দিন হাত পা তুলে টানা বিশ্রাম। স্বামীতো সাথে যাবেন না। তা'র খাবার দাবার ঔষধ-পত্র হাতের কাছে রেখে যাওয়া। এক-গেলাস জল গড়িয়েওতো খেতে শেখেনি। এতদিনকার অনিয়মে রাজ্যের অসুখ শরীরে। সুগার, ব্লাড প্রেশার, তার মধ্যে মাথায় ছিটতো সেই কবে থেকে।

বছরের এই সময়টা ছেলে মেয়েদের নানা আবদার। কার্তিক ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে তার এখন মটর গাড়ী চাই। ময়ূরে চাপতে লজ্জা করে। কোথা থেকে পয়সা আসবে ? স্বামীতো ছাই গাদায় চোখ উল্টে পরে থাকেন। সেদিন নিজের চোখে দেখেছি, কার্তিক বাগানে দাড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে । খাবেই বা না কেনো, যার বাপের মদ গাঁজা ছাড়া একদিনও চলেনা তার ছেলে বিড়ি খাবেনা কী তুলসী পাতা খাবে! এদিকে তীর ধনুক বইতে তার লজ্জা। মর্তের মানুষ পটাশ পটাশ করে এ্যাটম বোমা ফাটাচ্ছে আর দেবতা হয়ে সেই হদ্দিকালের তীর ধনুক! এতে নাকি সম্মান থাকেনা।

মেয়ে সরস্বতী, তা'র সাথে কথা বলার সাধ্যি কার। সারাদিন বইতে মুখ গুজে থাকা। এখনতো আরো বাহার। কিছুদিন হয়েছে আমাদের পাড়াতেই তা'র হুমায়ুন আঙ্কেল বাসা নিয়েছেন। মেয়ে সুযোগ পেলেই ছুটে যায় তার মুখে হিমুর গল্প শুনতে। গান বাজনার পছন্দ তার বদলে গেছে, আগে কি সুন্দর গলা ছেড়ে ভজন করতো, রবি কাকার গান গাইতো। এখন কি সব গান, হাইট্যা যায়, ফাইট্যা যায়। কান বন্ধ করতে হয়। বীণা বাদ্যযন্ত্রটা তার বাজাতে ইচ্ছা করেনা। ইয়ামাহা কী-বোর্ড চাই। বলে দিয়েছি, ওসব হবেনা। বাবার ডুগডুগিটা পরে আছে ওটা বাজাও।

মেয়ে লক্ষী, স্বভাবে লক্ষী হলে কি হবে, সারাদিন আয়নার সামনে বসে রূপ চর্চা। স্বর্গে এখন 'সানন্দা' পাওয়া যাচ্ছে। সারাদিন নোখের যত্ন, চুলের যত্ন, গালের যত্ন, গলার যত্ন, যত্নের কি শেষ আছে! এই শাড়ি নয়, ঐ শাড়ি। বলি আসবে কোথা থেকে? মেয়ে লক্ষীর এখন টাকার ঘড়াটা বইতে লজ্জা করে। মর্তে নকি এখন কেউ টাকা পয়সা নিয়ে চলা ফেরা করেনা। ক্রেডিট কার্ড। ষ্টিভ জব এখানে আসার পর থেকে দেবতাদের মাথার বারোটা বেজেছে। প্রত্যেকে এখন আইপ্যাড নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আগে ছোট ছেলে গণেশ টুকটাক সংসারের কাজকর্ম করতো, এখন সারাদিন আই ফোনে মুখ গুজে বসে থাকে। গত মাসে টেলিফোন বিল কতগুলো টাকা দেওয়া হয়েছে। হবেইবা না কেন? স্বর্গ থেকে মর্তে লং-ডিস্টেনস কল বলে কথা। তবুও মন্দের ভালো অসুরটা সঙ্গে ছিল। বাজার করা, র‍্যাশন আনা, বাগান থেকে শাকসবজি তুলে কেটে-কুটে দেওয়া সবই মুখ বুজে করে। বাগানে অনেক গাছপালা লাগিয়েছে, ভাগ্যিস স্বর্গের বাগানে আগাছা হয়না।

সবই সহ্য হয় তবে শিব রাত্রির দিন মর্তের মেয়েগুলোর আদিখ্যেতা দেখলে মেজাজ বিগড়ে যায়। সারা স্বর্গে আর যেনো কোনো পুরুষ দেবতা নেই। আমার স্বামীর মত বর চাই। মরণ আমার, উনিতো নেশাখোর, ছাই মেখে লেংটি পড়ে নৃত্য করেন। চাকরী বাকরী করেন না। স্বর্গের প্রত্যেকটি দেবদেবীর একটা পোর্টফলিও আছে, ওনার তো কিছুই নেই। তবুও ঐ ছুকরি মেয়ে গুলোর আমার স্বামীকে নিয়ে টানা হ্যাচরা কেনো ? এই এক দুশ্চিন্তা। বাপের বাড়ী এসেও শান্তি পাইনা। ঘুরে ফিরে ঐ ছাই মাখা মুখখানাই মনে পরে। হয়তো ঘুমের মধ্যে দুর্গা দুর্গা বলে ডাকছে।

ashisbablu@yahoo.com.au